যুগান্তর

তারিখ ... 10 AUG 2008
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৩

মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে ১২শ' কোটি টাকার নতুন প্রকল্প

যুগান্তর রিপোর্ট

মাধ্যমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রায় ১২শ' কোটি টাকার নতুন প্রকল্প শুরু হয়েছে। প্রকল্পের অধীনে এই প্রথমবারের মতো ছাত্রীদের পাশাপাশি ছাত্রদেরও উপবৃত্তি দেয়া হবে। তবে এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে ড্রপআউট হ্রাস, শিক্ষার মানোন্নয়ন ও এসএসসিতে পাসের হার শতভাগে পৌঁছানো।

শনিবার রাজধানীর এলজিইডি ভবন মিলনায়তনে প্রকল্পের উদ্বোধন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা ও বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। শিক্ষা সচিব মোঃ মোমতাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে এতে মন্ত্রণালয়ের প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা মেসবাহউদ্দিন বলেন, প্রকল্পের মোট অর্থের ৮৪ ভাগ সরকারের নিজস্ব অর্থ। বাকিটা বিশ্বব্যাংক থেকে ঋণ নেয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাংক থেকে নেয়া অর্থের পরিমাণ প্রায় ১৩ কোটি ৭০ লাখ টাকা। তিনি জানান, প্রকল্পের বহুবিধ কাজের মধ্যেও ইংরেজি ও গণিতের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার্থীদের পরিচর্যা, পাসের হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়া হ্রাস, ভালো ফলের জন্য শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা, বয়সোপযোগী বই সরবরাহ ও পাঠের বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পাঠাভ্যাস গড়া, শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধি, ছাত্রছাত্রী উভয়কে এবং সব দরিদ্র ছাত্রছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান, শিক্ষক-অভিভাবক-ম্যানেজিং কমিটিকে আরও কার্যকর ও সক্রিয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে সার্বিক উপবৃত্তি কার্যক্রম গতিশীল করা।

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান আগামী তিন মাসের একটি অ্যাকশন প্ল্যান করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়ে বলেন, প্রথম লক্ষ্য সব শিশুকে স্কুলে আনা। তাতে সাফল্য এসেছে। এখন শিক্ষার মানোন্নয়নের সংগ্রাম শুরু হল। পরিকল্পনা বিভাগের সচিব জাফর আহমেদ চৌধুরী বলেন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সরকার নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক। যারা অতিরিক্ত ক্লাস, বাড়িতে খোঁজ নেয়াসহ ব্যক্তিগতভাবে তদারকি করবেন শিক্ষার্থীদের। প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য এএমএম নাসিরউদ্দিন বলেন, উপবৃত্তির পেছনে সরকার বছরে ৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে। একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র ছাড়া এত বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, এ প্রকল্পটি আগেরই দুটি প্রকল্পের বর্ধিত প্রকল্প। বিশ্বব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি বিনয় [illegible] বলেন, পাকিস্তান এবং কম্বোডিয়ায়ও তাদের ধরনের দুটি প্রকল্প বর্তমানে চলছে।